সুলতান সিরিজ

ইসমাইল রেহান

খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের মহান বীর

সুলতান জালালুদ্দিন খাওয়ারিজমশাহ

সুলতান সিরিজ

খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের মহান বীর

সুলতান জালালুদ্দিন
খাওয়ারিজমশাহ

মূল : ইসমাইল রেহান
ভাষান্তর : ইমরান রাইহান

কালান্তর প্রকাশনী

দ্বিতীয় সংস্করণ : জুন ২০২২
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২০

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৩৫০, US $ 15. UK £ 10

প্রচ্ছদ : কাজী সাফওয়ান

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 78-984-96140-4-3

Sultan Jalaluddin Khwarazmshah
by Ismail Rehan

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

অর্পণ

মাওলানা মুহাম্মদ সালমান হাফিজাহুল্লাহ।
এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় এক ব্যতিক্রমী ধারার প্রবর্তক।
দারুর রাশাদের মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে যিনি সাধারণ শিক্ষায়
শিক্ষিত ভাইদের জন্য ইলম অর্জনের পথ সুগম করেছেন।
—অনুবাদক।

প্রকাশকের কথা

সুলতান জালালুদ্দিন খাওয়ারিজমশাহ। ইতিহাস থেকে বিস্মৃত হতে চলা এক সুলতান; অথচ তিনি ছিলেন পিশাচ তাতারদের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধকারী। ছিলেন বাগদাদের আব্বাসি খিলাফতের প্রাচীর, মুসলিম উম্মাহর ঢাল। ছিলেন পথহারা মানবতার পথপ্রদর্শক। মানবতা আর মুসলিম উম্মাহর জন্য তিনি কী করেননি? রাজ্য হারালেন! নারী-শিশুসহ পরিবারকে উত্তাল নদীতে নিজ হাতে নিক্ষেপ করলেন। দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ালেন। শূন্য থেকে শুরু করে প্রতিরোধের প্রাচীর দাঁড় করালেন। বাদশাহি আরাম-আয়েশের জীবন ত্যাগ করে পাহাড়ে-পর্বতে, জঙ্গলে, মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ালেন।

কী জন্য তাঁর এত ত্যাগ? তিনি তো চাইলে এ সবকিছু বাদ দিয়ে অন্য শাসকদের মতো বিলাসী জীবন বেছে নিতে পারতেন। বাগদাদের তখনকার আব্বাসি খলিফাদের মতো নপুংসকের জীবন কাটাতে পারতেন। কিন্তু এমন কিছুই করেননি। উম্মাহর তরে সব বিসর্জন দিয়েছেন।

সব যুদ্ধে তিনি বিজয়ী হননি; কিন্তু প্রতিরোধের যেসব দেয়াল তিনি দাঁড় করিয়েছেন, সেগুলো না করলে হয়তো আরও অনেক আগেই মুসলমানরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। ক্ষতির পরিমাণ আরও অনেক বেশি হতে পারত। তাঁর প্রতিরোধের কারণেই হয়তো বিশ্ব একেবারে বিরান হওয়া থেকে নিরাপদ থেকেছে।

হ্যাঁ, এই অপ্রতিরোধ্য মোঙ্গল আর তাতাররাও একসময় পরাজিত হয়েছিল। একেবারে নাই হয়ে গিয়েছিল। কারণ, তাদের জুলুমেরও মাত্রা শেষ হয়ে এসেছিল। আইন জালুত প্রান্তরে সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ আর রুকনুদ্দিন বাইবার্সের হাতেই তাদের পতনের ঘণ্টা বেজেছিল। এর পর থেকে ছিল তাদের পরাজয়ের ধারাবাহিকতা। তাতারবধের এই দুই মহানায়ক সম্পর্কে জানতে কালান্তর প্রকাশিত *দ্য ব্যাটালিয়ন* ও *দ্য প্যান্থার* গ্রন্থ দুটি পড়া যেতে পারে।

প্রকাশক হিসেবে এখানে আরও কিছু কথা বলা দরকার মনে করছি। পাকিস্তানের বিশিষ্ট লেখক ও ইতিহাসবিদ ইসমাইল রেহানের এই গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেছেন ইমরান রাইহান। যদিও গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ; কিন্তু আমার জানামতে

প্রয়োজনীয় কিছুই বাদ পড়েনি। কোনো কোনো বর্ণনা অধিক লম্বা বা তাত্ত্বিক হলে শুধু সেগুলো তিনি সংক্ষিপ্ত করেছেন। আশা করি এই গ্রন্থটি পড়লে পাঠকের মনে হবে না যে, অনুবাদে ইনসাফ করা হয়নি। অনুবাদকের পক্ষ থেকেও প্রয়োজনীয় অনেক বিষয় সংযোজন করা হয়েছে। অনুবাদক সামসময়িক অনেক বিষয়ের সঙ্গে তৎকালের অবস্থার পর্যালোচনা করেছেন, নির্দেশনা দিয়েছেন।

গ্রন্থটিতে আমরা আরও কিছু কাজ করেছি। পাঠকের সুবিধার্থে শিরোনাম-উপশিরোনাম ইত্যাদি নিজেদের মতো করে সাজিয়েছি। গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি আলোচনার উপশিরোনাম দেওয়ার চেষ্টা করেছি, যাতে পাঠক বিষয়গুলো হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন; আবার পাঠ যেন বিরক্তিকর না হয়, সে দিকেও লক্ষ রাখা হয়েছে। কিছু টীকা সংযোজন করা হয়েছে। মূল বইয়ে যতটি মানচিত্র ছিল, সবগুলো আমরা বাংলাভাষায় রূপান্তর করে সংযোজন করে দিয়েছি। যদিও এ কাজটি করতে আমাদের বেশ কষ্ট হয়েছে। কারণ, আমাদের কাছে গ্রন্থের যে কপিটি ছিল, সেখানে মানচিত্রের অনেক কিছু স্পষ্ট ছিল না।

অনুবাদককে নিয়ে আলাদা করে তেমন কিছু বলার প্রয়োজন নেই। তিনি পাঠক হলে বেশ পরিচিত। এই গ্রন্থটির কাজ করতে গিয়ে আমি বার বার নোট দিয়েছি, বিভিন্নভাবে বিরক্ত করেছি, তিনি সানন্দে প্রতিটি কাজ করে দিয়েছেন। আর অনুবাদে তো মুনশিয়ানার ছাপ স্পষ্ট।

গ্রন্থটির সম্পাদনা করেছি আমি। যদিও তেমন কোনো কাজ করতে হয়নি। প্রুফ সমন্বয় করেছেন ইলিয়াস মশহুদ। বিশেষ সহযোগিতা করেছেন আবদুর রশীদ তারাপাশী ও মুহাইমিনুল ইসলাম অন্তিক। সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা।

এখন আপনাদের হাতে গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ। এ সংস্করণে কিছু বানান সংশোধন হয়েছে। তবে পুরো গ্রন্থটি নতুন করে সেটিং করা হয়েছে।

গ্রন্থে কোনো ধরনের ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাদের জানালে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সংশোধন করা হবে। আল্লাহ আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা কবুল করুন।

আবুল কালাম আজাদ
সম্পাদক ও প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
২৫ অক্টোবর ২০২০

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুবাদকের কথা

২০১৬ খ্রিস্টাব্দের কথা। সে সময় ইন্টারনেটে ঘুরে বেড়াতাম উর্দু বইপত্রের সন্ধানে। একদিন ডাউনলোড করলাম প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠার এক বিশাল বই। বইয়ের নাম *শেরে খাওয়ারিজম জালালুদ্দিন খাওয়ারিজমশাহ আওর তাতারি ইয়ালগার*। লেখক মাওলানা ইসমাইল রেহান। সে সময় আমি লেখক সম্পর্কে কিছুই জানি না। যে সুলতানকে নিয়ে লেখা এই বই, তাঁকেও চিনি না। তবু ইতিহাস জানার আগ্রহ থেকে বইটি পড়া শুরু করি। যত সামনের দিকে অগ্রসর হই, ততই মুগ্ধ হতে থাকি। ধীরে ধীরে আমার সামনে উন্মোচিত হতে থাকে ইতিহাসের এক বিস্মৃত অধ্যায়। একই সঙ্গে লেখকের গভীর অধ্যয়ন, চমৎকার উপস্থাপন ও নিপুণ ভাষাশৈলী দেখেও মুগ্ধ হই।

বার বার মনে হয় বইটি অনুবাদ করা দরকার; কিন্তু নিজের অলসতার কারণে কাজ শুরু করার সাহস হয়নি। তবে বইয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ক্রমেই গভীর হতে থাকে। অন্য বইয়ের মতো একবার পড়েই ক্ষান্ত হইনি; বরং বার বার পড়েছি এই বই। বিস্তৃত ইতিহাসকে আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছি। সুলতান জালালুদ্দিনের প্রতি ক্রমেই আমার মুগ্ধতা বাড়তে থাকে। আমার মনে হয়, সুলতানকে আমরা সঠিক মূল্যায়ন করিনি। তাঁর অবদানকে খাটো করে দেখানো হয়েছে।

বন্ধুবর রাইহান কবিরের সঙ্গে সুলতান প্রসঙ্গে আলাপ হচ্ছিল। কথায় কথায় এই গ্রন্থটির আলাপ উঠে আসে। গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত অনুবাদের জন্য তিনি পরামর্শ দিলেন। পরামর্শটি পছন্দ হলো। পুরো গ্রন্থটি এতটাই বিশাল, বাংলায় অনুবাদ করলেও সকল শ্রেণির পাঠকের জন্য তা উপযোগী হবে না। পড়তে গিয়ে অনেকেই ধৈর্য হারাবেন। এর চেয়ে একটি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করলে সাধারণ পাঠকের জন্য তা সহজ হবে। সিদ্ধান্ত নিই—বইটি সংক্ষেপে অনুবাদ করব।

সে দিন থেকেই অল্প অল্প করে কাজ করতে থাকি। মূল বইটি অনেক বিস্তৃত। ইসমাইল রেহান খুঁটিনাটি সকল বিষয় আলোচনা করেছেন মূল বইতে। আমি তার বিস্তৃত আলোচনা সংক্ষিপ্ত করেছি। গুরুত্বপূর্ণ কোনো আলোচনাই বাদ যায়নি, তবে বিস্তৃত

আলোচনাও আসেনি কোথাও। কোথাও কোথাও সাম্প্রতিক পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখে নিজের পক্ষ থেকে কিছু পর্যবেক্ষণ সংযুক্ত করেছি, যদিও এর পরিমাণ খুবই কম। মূল বইতে ইসমাইল রেহান যেসব রেফারেন্স দিয়েছেন, তা হুবহু তুলে দিয়েছি অনুবাদে। বইয়ের শুরুতে ইসমাইল রেহানের দীর্ঘ ভূমিকাটি অনুবাদ করেছেন শ্রদ্ধেয় আবদুর রশীদ তারাপাশি দাদা। এটি আমার প্রতি তাঁর বিশেষ স্নেহের প্রমাণ। তাঁর প্রতি রইল শুকরিয়া।

কালান্তর প্রকাশনীর শ্রদ্ধেয় আবুল কালাম আজাদ ভাই বার বার তাড়া না দিলে কাজটি এত দ্রুত শেষ করা সম্ভব ছিল না। তিনি নিজের অসুস্থতার মধ্যেও অন্যসব কাজ বন্ধ রেখে এই গ্রন্থটি নিয়ে কাজ করেছেন। এমনকি হাসপাতালের বিছানায় থাকা অবস্থাতেও প্রুফ-সম্পাদনা করেছেন। তার প্রতি রইল বিশেষ কৃতজ্ঞতা। এ ছাড়া আরও যারা বিভিন্নভাবে কাজে জড়িত ছিলেন, সকলের জন্য রইল ভালোবাসা ও দুআ।

পাঠকদের কাছে অনুরোধ, কোনো ভুলত্রুটি চোখে পড়লে আমাদের জানাবেন। দ্রুত শুধরে নেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ।

ইমরান রাইহান
আজিমপুর, ঢাকা
৩ অক্টোবর ২০২০

কুরআনের দর্পণ

আর আমি প্রত্যাদেশের মাধ্যমে বনি ইসরাইলকে জানিয়েছিলাম—নিশ্চয় তোমরা পৃথিবীতে দুবার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমরা অতিশয় অহংকারে স্ফীত হবে। এরপর দুয়ের প্রথমটির নির্ধারিত সময় যখন এসে পৌঁছল, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলাম আমার বান্দাদের, যারা যুদ্ধে অতিশয় শক্তিশালী, তারা তখন ঘরে ঘরে প্রবেশ করে সবকিছু ধ্বংস করেছিল। আর প্রতিশ্রুতি কার্যকারী হয়েই থাকে। এরপর আমি তোমাদের পুনরায় ওদের ওপর প্রতিষ্ঠিত করলাম, তোমাদের ধন ও সন্তানসন্ততি দ্বারা সাহায্য করলাম। তোমরা সৎকর্ম করলে নিজেদের জন্য করবে এবং মন্দকর্ম করলে তা-ও নিজেদের জন্যই করবে। এরপর পূর্বনির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে তোমাদের মুখমণ্ডল কলঙ্কিত করতে আমি আমার বান্দাদের পাঠাই। প্রথমবার তারা যেভাবে মসজিদে প্রবেশ করেছিল, পুনরায় সেভাবে সেখানে প্রবেশের জন্য এবং তারা যা অধিকার করেছিল তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসের জন্য। সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি দয়া করবেন; কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের পূর্ব আচরণের পুনরাবৃত্তি করো, তাহলে আমিও পুনরাবৃত্তি করব। জাহান্নামকে আমি করেছি কাফিরদের জন্য কারাগার। [সুরা বনি ইসরাইল : ৪-৮]

হাদিসের দর্পণ

ভবিষ্যদ্‌বাণী

চিরন্তন সত্যের বার্তাবাহক মুহাম্মাদে আরাবি ﷺ বলেন,

- কিয়ামত তখন পর্যন্ত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ-না মুসলমানরা তুর্কদের এমন একটি সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, যারা হবে কয়েক ভাঁজ ঢালসদৃশ। তাদের পোশাক হবে পশমের এবং জুতোও হবে পশমের।
- কিয়ামতের পূর্বে তোমরা এমন এক জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করবে, যাদের জুতো হবে পশমের। চেহারা হবে কয়েক ভাঁজ করা ঢালের মতো। রং হবে উজ্জ্বল ফরসা এবং চোখ হবে ক্ষুদ্রাকার।
- কিয়ামত ততক্ষণ হবে না, যতক্ষণ-না তোমরা এমন এক জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করছ, যাদের চোখ হবে ক্ষুদ্রাকার এবং নাক হবে চ্যাপটা।[১]

মুসলিমবিশ্বের উপর তাতারতাণ্ডবের প্রত্যক্ষদর্শী *সহিহ মুসলিমের* ব্যাখ্যাকার আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি রাহ. (মৃত্যু ৬৭৬ হিজরি) উল্লিখিত হাদিসগুলোর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, 'নিঃসন্দেহে রাসুল ﷺ বর্ণিত প্রতীকধারী তুর্কদের (তাতার) সঙ্গে যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করা হয়ে গেছে। আমাদের যুগে এমন প্রতীকধারী লোকদের সঙ্গে অসংখ্য ক্ষেত্রে যুদ্ধ হয়েছে, বর্তমানেও তাদের সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে।'[২]

মুল্লা আলি কারি রাহ. বলেন, 'নিকটতম অনুভব এটাই যে, উক্ত হাসিগুলোর মাধ্যমে চেঙ্গিস খানের ধ্বংসযজ্ঞের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।'[৩]

ইমাম আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনু উমর আল কুরতুবি উপরে উল্লিখিত হাদিসসমূহের ব্যাখ্যার পর বলেন, 'রাসুল ﷺ-এর ভবিষ্যদ্‌বাণীর হুবহু বাস্তবায়ন ঘটেছে। মুসলিম জাতি ইরাক এবং অনারব অঞ্চলে সুলতান খাওয়ারিজমশাহের নেতৃত্বে এদের

---

১ *সহিহ মুসলিম* : ২/৩৯৫।

২ *শারহুল মুসলিম লিন নাবাবি* : ২/৩৯৫, ছাপা কাদিমি কুতুবখানা, করাচি।

৩ *মিরকাত* : ১০/১৪২।

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। আল্লাহ তাদের মোকাবিলায় সুলতানকে অনুগ্রহ করেছিলেন; কিন্তু এরপর মুদ্রার পিঠ পরিবর্তন হয়ে যায়। তাতাররা ইরাকসহ অনারবের বিশাল অঞ্চলে দখল প্রতিষ্ঠা করে নেয়। তখন তাদের এমন এক বাহিনী মুসলিমবিশ্বে হামলে পড়েছিল, যাদের সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ জনত না। তাদের সংখ্যাধিক্যতার দরুন মুসলমানরা বিশ্বাস করত—আল্লাহ ব্যতীত এদের হটানোর কোনো ক্ষমতা কারও নেই। আমরা মনে করতাম, এরা বোধহয় ইয়াজুজ-মাজুজের অগ্রবর্তী বাহিনী। আমরা আল্লাহর কাছে এদের ধ্বংস এবং বিক্ষিপ্ত করে দেওয়ার প্রার্থনা করছিলাম। যেহেতু রাসুল ﷺ এই জাতির সংখ্যাধিক্য, শক্তি ও প্রতিপত্তির কথা জানতেন, তাই উম্মাহকে উদ্দেশ্য করে আগেই উপদেশ দিয়েছিলেন, 'তুর্কদের তাদের অবস্থায় ছেড়ে দেবে।' আমরা আল্লাহর অনুগ্রহে এখনো এই কাফির শক্তির মোকাবিলায় বিজয় ও সাহায্যের আশা পোষণ করে থাকি।'[৪]

আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি রাহ. উপর্যুক্ত হাদিসসমূহের ব্যাখ্যার পর লেখেন, 'রাসুল ﷺ-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই ঘটনার একটি অংশ ৬১৭ হিজরিতে সংঘটিত হয়েছে। তুর্কদের (তাতার) এক বিশাল বাহিনী আবির্ভূত হয়ে মা-ওয়ারাউন নাহার ও খুরাসানের অগণিত মানুষ হত্যা করেছে। তখন কেবল সে লোকগুলোই বাঁচতে সক্ষম হয়েছিল, যারা গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল। পুরো মুসলিমবিশ্ব দলিতমথিত করে এরা কুহিস্তান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। রায়, কাজবিন, আবহার, জানজান, আরদাবিল এবং আজারবাইজানের রাজধানী মারাগা তাদের হাতে উজাড় ও বিরান হয়ে যায়।'[৫]

[৪] *আল-মুফহিম লিমা আশকালা মিন তালখিসি কিতাবিল মুসলিম*: ৭/২৩৮।

[৫] *উমদাতুল কারি*: বাবু কিতালিত তুরকি।

সূ চি প ত্র

ভূমিকা # ১৯

প্রথম অধ্যায়

খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য ও শাহ পরিবার # ৩৯

এক : খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য ৩৯
দুই : শাহ পরিবার ৪০

দ্বিতীয় অধ্যায়

চেঙ্গিস খান # ৪৭

এক : স্তেপের যোদ্ধা ৪৭
দুই : তেমুজিন থেকে চেঙ্গিস খান ৪৯
তিন : চেঙ্গিস খানের চীন বিজয় ৫০
চার : চেঙ্গিস খানের নৃশংসতা ৫২

তৃতীয় অধ্যায়

সুলতান জালালুদ্দিন মাংবুরনি # ৫৪

চতুর্থ অধ্যায়

তাতার হামলার প্রেক্ষাপট # ৫৭

এক : খাওয়ারিজমশাহের সঙ্গে আব্বাসি খলিফার দ্বন্দ্ব ৫৭
দুই : চেঙ্গিস খানের সঙ্গে আলাউদ্দিন খাওয়ারিজমশাহের চুক্তি ৬১
তিন : খলিফা নাসিরের ষড়যন্ত্র ৬৪
চার : খাওয়ারিজমশাহের নির্বুদ্ধিতা ৬৬
পাঁচ : আলোচনা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ও পর্যালোচনা ৬৮

পঞ্চম অধ্যায়

চেঙ্গিস খানের হামলা # ৭১

এক : তাতারদের প্রস্তুতি ৭১
দুই : চেঙ্গিসবাহিনীর যুদ্ধযাত্রা ৭২
তিন : সুলতান আলাউদ্দিন খাওয়ারিজমশাহের প্রস্তুতি ৭৩
চার : যুদ্ধের শুরু ৭৪
পাঁচ : সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী তৈমুর মালিক ৭৮
ছয় : তাশখন্দ ও আতরার শহরের পতন ৮১
সাত : সমরকন্দ ও বুখারার পতন ৮৩
আট : বুখারায় চেঙ্গিস খানের পৈশাচিকতা ৮৭
নয় : সমরকন্দের পথে চেঙ্গিস খান ৯০
দশ : সমরকন্দে চেঙ্গিস খানের বর্বরতা ও গান্দারদের পরিণতি ৯২
এগারো : বুখারা ও সমরকন্দের পতনে মুসলিমবিশ্বের প্রতিক্রিয়া ৯৩
বারো : নিঃসঙ্গ মুসাফির ৯৪
তেরো : একের পর এক শহরের পতন ও লাশের সারি ১০৩
চৌদ্দ : সুলতান আলাউদ্দিনের ইনতিকাল ১০৪
পনেরো : সুলতান আলাউদ্দিনের পরাজয়ের কারণ ১০৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

গন্তব্য আরগেঞ্চ ও বিপদের আশঙ্কা # ১০৮

এক : গন্তব্য আরগেঞ্চ ১০৮
দুই : বিপদের হাতছানি ১১১

সপ্তম অধ্যায়

নতুন রণাঙ্গন # ১১৭

এক : তাতারদের বড় ধরনের পরাজয় ১১৮
দুই : তাতারদের পরাজয় ও বন্দিত্ব ১২৪

অষ্টম অধ্যায়

সিন্ধের ভূমিতে এক মুসাফির # ১২৭

এক : আবারও তাতারদের পরাজয়ের স্বাদ ১২৯

দুই : সিন্ধুতীরে চেঙ্গিস খানের মুখোমুখি ১৩০
তিন : যুদ্ধ থেকে চেঙ্গিস খানের পলায়ন ১৩৩
চার : সুলতানের পরিবারের করুণ পরিণতি ১৩৪
পাঁচ : প্রায় ১৮০ ফুট উচ্চতা থেকে নদীতে সুলতানের অবিশ্বাস্য ঝাঁপ ১৩৭
ছয় : পর্যালোচনা ১৩৯

নবম অধ্যায়

ভারতবর্ষের মাটিতে # ১৪২

এক : ভারতবর্ষের অবস্থা ১৪২
দুই : নতুন সংগ্রাম ১৪৩
তিন : ভারতে প্রথম যুদ্ধের মুখোমুখি ১৪৪
চার : গন্তব্য সিন্ধ ১৪৮
পাঁচ : গন্তব্য দেবল ১৪৯
ছয় : সুলতান ইলতুতমিশের হঠকারিতা ও সন্ধি ১৪৯
সাত : গন্তব্য ইরান ১৫১

দশম অধ্যায়

প্রতিরোধযুদ্ধের নতুন যুগ # ১৫৪

এক : খলিফার দরবারে সুলতানের দূত ও খলিফার হঠকারিতা ১৫৫
দুই : আঞ্চলিক শাসকদের প্রতি সুলতানের ঐক্যের আহ্বান ১৫৮
তিন : তিবরিজ বিজয় ১৬০

একাদশ অধ্যায়

জর্জিয়ায় বিজয়রথ # ১৬৪

এক : এক নতুন চ্যালেঞ্জ ১৬৪
দুই : খলিফা নাসিরের মৃত্যু ১৬৮
তিন : বাগদাদের মসনদে নতুন খলিফা ১৬৯
চার : জর্জিয়ায় নতুন যুদ্ধ ১৭০
পাঁচ : তিফলিস বিজয় ১৭৩
ছয় : একটি পর্যালোচনা ১৭৪
সাত : অনৈক্যের ঘনঘটা ১৭৬

দ্বাদশ অধ্যায়

অ্যাসাসিনদের বিরুদ্ধে লড়াই # ১৭৮

ত্রয়োদশ অধ্যায়

তাতারদের সঙ্গে জিহাদের দ্বিতীয় যুগ # ১৮৩

এক : রায় শহরে তাতারদের নির্মম পরাজয় ও গোবিতে চেঙ্গিস খানের মৃত্যু ১৮৪
দুই : আলাউদ্দিন কায়কোবাদের পত্র ১৮৫
তিন : তাতারদের নতুন শাসক ওগেদাই খানের যুদ্ধপ্রস্তুতি ১৮৬
চার : ইসফাহানের যুদ্ধে ওগেদাইয়ের মুখোমুখি সুলতান ১৮৭
পাঁচ : সুলতানের প্রত্যাবর্তন ১৯০
ছয় : ইসফাহানের যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ১৯১
সাত : তাতারদের পরাজয়ে ওগেদাই খানের প্রতিক্রিয়া ১৯৩

চতুর্দশ অধ্যায়

আপনজনের শত্রুতা # ১৯৪

এক : ওগেদাই খানের সন্ধির প্রস্তাব ১৯৪
দুই : বাগদাদের খলিফার কাছে সুলতানের দূত প্রেরণ ১৯৫
তিন : সুলতান আলাউদ্দিন কায়কোবাদের গাদ্দারি ১৯৬
চার : উজির শারাফুল মুলকের বিশ্বাসঘাতকতা ১৯৭
পাঁচ : সুলতানের ভাই গিয়াসুদ্দিনের বিশ্বাসঘাতকতা ১৯৮
ছয় : সুলতানের মুখোমুখি সম্মিলিত বাহিনী ১৯৮
সাত : সুলতান আলাউদ্দিন কায়কোবাদের পরাজয় ২০০
আট : ভ্রাতৃঘাতী লড়াইয়ে সুলতানের পরাজয় ২০১
নয় : আল মালিকুল আশরাফের সঙ্গে সুলতানের সন্ধি ২০৪
দশ : সুলতানের পরাজয়ে ভারতবর্ষের শাসকদের প্রতিক্রিয়া ২০৫

পঞ্চদশ অধ্যায়

নিভে গেল আশার প্রদীপ # ২০৬

এক : শেষযুদ্ধের প্রস্তুতি ২০৭
দুই : ঐক্যের শেষ প্রচেষ্টা ২০৮
তিন : উজিরে আজম শারাফুল মুলকের বিশ্বাসঘাতকতা ও পরিণতি ২১০

চার : সাহায্যের জন্য আবারও সুলতানের প্রচেষ্টা ২১১
পাঁচ : সুলতানের শেষ দিনগুলো ২১৪
ছয় : সুলতানের শেষ লড়াই ২১৮

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

সুলতানের অন্তর্ধান রহস্য ও মুসলিমবিশ্বের পরিস্থিতি # ২২০

এক : সুলতানের অন্তর্ধান রহস্য ২২০
দুই : মুসলিমবিশ্বের পরিস্থিতি ২২২
তিন : বাগদাদের আব্বাসি খিলাফতের পতন ২২৩

সপ্তদশ অধ্যায়

সুলতানের ব্যক্তিত্ব ও সমালোচনা-পর্যালোচনা # ২২৫

এক : সুলতানের ব্যক্তিত্ব ২২৫
দুই : সুলতানের সমালোচনা ও পর্যালোচনা ২৩২
তিন : অনৈক্য ও বিবাদের অভিযোগ ২৩৪
চার : অত্যাচার ও নির্যাতনের অভিযোগ ২৩৬
পাঁচ : মদপান ও আয়েশি জীবন ২৩৭
ছয় : সুলতান জালালুদ্দিনের ব্যর্থতার কারণ ২৩৮

শেষকথা # ২৪১

সুলতান সম্পর্কে ইতিহাসবিদদের বক্তব্য # ২৪২

একনজরে ঘটনাপ্রবাহ # ২৪৩

গ্রন্থপঞ্জি # ২৪৬

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ভূমিকা

১. আসুন সত্য তালাশ করি

'যেমন কর্ম তেমন ফল'—এমন এক স্বভাবজাত নীতি, যা প্রতিটি যুগে সত্য হিসেবে উদ্ভাসিত। ব্যক্তিজীবন থেকে নিয়ে সামাজিক জীবনেও এই নীতিকে সমান ক্রিয়াশীল দেখতে পাওয়া যায়। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের উত্থান-পতনের শিক্ষণীয় ইতিহাস, বড় বড় সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন, এরপর কালপরিক্রমায় সেগুলো ধ্বংস ও বিপর্যয়ের হৃদয় নাড়ানো উপাখ্যান, প্রাচীন ধর্ম এবং আদর্শিক বিপ্লবের জয়জয়কার, এরপর উন্নতির সোপান মাড়িয়ে সেগুলো পতনের খাদে গড়িয়ে পড়ার আখ্যান এই অমোঘ নীতির কার্যকরিতার সাক্ষী।

২. বনি ইসরাইলের ইতিহাসের মোড়-ঘুরানো দুটি বিপ্লব

কুরআন মাজিদে বনি ইসরাইলের উত্থান-পতনের কাহিনিগুলো যে আঙ্গিকে উপস্থাপন করা হয়েছে, তা মুসলিম উম্মাহর জন্য স্পষ্টভাবেই চিন্তাভাবনার প্রতি উদাত্ত আহ্বান। যখনই এই জাতি অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যে বল্গাহারা হয়েছিল, তখনই তাদের উপর চেপে বসেছিল পশ্চাৎপদতা, বঞ্চনা এবং পতন। তাদের কৃতকর্মের ফলে বাবেল থেকে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের বার্তা নিয়ে ফিলিস্তিনের দিকে ধেয়ে এসেছিল বুখতে নাসার (নেবু চাঁদ নাজার); সে বায়তুল মাকদিসসহ পুরো জনপদ গুঁড়িয়ে দিয়ে বনি ইসরাইলিদের আকাশস্পর্শী সম্মান ও মর্যাদা ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিল। পবিত্র কুরআন ঘটনাটির চিত্রায়ণ করেছে এভাবে,

> অতঃপর দুয়ের প্রথমটির নির্ধারিত সময় যখন এসে পৌঁছাল, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলাম আমার বান্দাদের, যারা যুদ্ধে অতিশয়

> শক্তিশালী। তারা তখন ঘরে ঘরে প্রবেশ করে সবকিছু ধ্বংস করেছিল। [সূরা বনি ইসরাইল : ৫]

দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে নবিদের দাওয়াতের প্রেক্ষিতে তাদের মৃত অবয়বে প্রাণের সঞ্চার ঘটে। এরপর তারা অধঃপতন ও লাঞ্ছনার নাগপাশ কাটিয়ে ধীরে ধীরে পুনরায় বিশ্বের বুকে মর্যাদার আসনে সমাসীন হয়ে বসে; কিন্তু হতভাগাদের এই উত্থানকালও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কুফর, শিরক, নবিদের মিথ্যা প্রতিপন্ন, অহংকার, অন্যায়-অনাচার, ধোঁকা, ষড়যন্ত্র, ভোগবিলাস, হিংসা ও দলবাজির মতো বিশাল পাপ পুনরায় আল্লাহর শাস্তিকে স্বাগত জানায়,

> অতঃপর পূর্বনির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে আমি আমার বান্দাদের পাঠালাম তোমাদের মুখমণ্ডল অন্ধকারাচ্ছন্ন করতে। প্রথমবার তারা যেভাবে মসজিদে প্রবেশ করেছিল, পুনরায় সেভাবে সেখানে প্রবেশের জন্য এবং তারা যা অধিকার করেছিল, তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসের জন্য। [সূরা বনি ইসরাইল : ৭]

ধ্বংস ও বিপর্যয়ের এই পর্বটি অনুষ্ঠিত হয় তিউতাস রোমির হাতে, যে পুরো বনি ইসলাইলকে রক্ত ও কাদায় ঘুন পাড়িয়ে বায়তুল মাকদিসে লেলিহান অগ্নিশিখার চাদর পরিয়ে দেয়।

৩. মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসের দুই বিপর্যয়

বনি ইসরাইলের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া দুই ধ্বংসলীলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পর্যালোচনার পর আমরা যদি মুসলিম উম্মাহর জোয়ার-ভাটার দিকে একটু তাকাই, তাহলে আমাদের বাধ্য হয়েই স্বীকার করতে হবে—যত দিন এই উম্মাহর কাছে ইসলাম ছিল তাদের প্রিয়তম পুঁজি, আল্লাহর একত্ববাদ এবং রাসুল ﷺ-এর রিসালতের ওপর ছিল শীলাদৃঢ় বিশ্বাস, জিহাদ ছিল প্রাণের স্পন্দন, পার্থিব জীবন ছিল মূল্যহীন, তত দিন তারা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর খলিফা এবং নেতৃত্বদানের হকদার ছিল। তখন তাদের লক্ষ্য ছিল আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা। তাদের পুরো জীবন ছিল ইসলামের দাওয়াতের নমুনা। তখন তাদের রাত কাটত জায়নামাজে আর দিন অতিবাহিত হতো অশ্বপৃষ্ঠে। তাদের খলিফাগণ তখন চীনের প্রাচীর থেকে নিয়ে পিরানিজের পাশ্ববর্তী অঞ্চল পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডের মুকুটধারীদের কাছ থেকে জিজয়া-কর আদায় করতেন। চরিত্রে তারা হয়ে উঠেছিলেন বিশ্ববাসীর আদর্শ। তাদের উন্নত সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি, সভ্যতা, সংস্কৃতি অন্ধকার ইউরোপ ও আফ্রিকার উন্নতির জন্য হয়ে উঠেছিল কুতুবমিনার। পূর্ব-পশ্চিমের সব জাতিগোষ্ঠী ছিল তাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রের

ভূমিকায়। সে দিন সকলেই ছিল তাদের সামনে নতজানু। উন্নতি ও প্রগতির প্রতিটি মহাসড়কে ছিল তাদের সদম্ভ পদচারণা, সবাই ছিল তাদের অনুগামী; কিন্তু একসময় সে সোনালি অধ্যায়ের ইতি ঘটে। ক্রমাগত হাঁটতে থাকে পতনের পথ ধরে। তাদের অন্তরে আল্লাহ ও রাসুলের ভালোবাসার যে উত্তাপ ছিল, তা ক্রমশ ঠান্ডা হয়ে আসতে থাকে। বস্তুবাদ তথা পার্থিব উন্নতি, স্বার্থপরতা, ভোগবিলাস এবং সম্পদের মোহ অন্তরে জেঁকে বসে। দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা এত তীব্র হয়ে উঠে যে, অন্তর থেকে পরকালের জবাবদিহিতার চিন্তা উধাও হয়ে যায়। তারা প্রকাশ্যে আল্লাহর অবাধ্যতায় জড়িয়ে পড়ে। মৃত্যু পরিণত হয়ে ওঠে সবচেয়ে ভীতিকর জিনিসে। কমতে থাকে আল্লাহর রাস্তায় প্রাণ উৎসর্গে আগ্রহীদের সংখ্যা। জিহাদকে ভুলে তারা জড়িয়ে পড়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে।

হিজরি চতুর্থ শতাব্দীতে কেন্দ্রীয় খিলাফত দুর্বল হতে শুরু করলে নতুন নতুন সালতানাতের অভ্যুদয় উম্মাহর পতন ত্বরান্বিত করে তুলে। এভাবে চলতে চলতে হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দিকে সীমা ছেড়ে যায় এই অনৈক্য, পারস্পরিক দূরত্ব এবং অরাজকতা। অপরদিকে তখন কাফিরবিশ্ব মুসলিমবিশ্বকে টুকরো টুকরো করে ফেলতে চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু করে।

মোটকথা, উম্মাহর প্রিয়তম মুরব্বি, যিনি জাতিকে এক দেহ ও এক ইমারতের আকার দান করেছিলেন, ছয় শতাব্দী ব্যবধানে সে জাতির পরতে পরতে ফুটে উঠে পরাজয় ও ধ্বংসের যাবতীয় লক্ষণ।

যেহেতু 'যেমন কর্ম তেমন ফল' সকল জাতির ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য একটি নীতি, তাই প্রিয় নবির প্রিয় উম্মত মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বে সবার উর্ধ্বে থাকলেও কুদরতের অমোঘ নীতির বাইরে নয়। আর এ জন্যই বনি ইসরাইলের মতো এই উম্মাহও (শুরু থেকে এ পর্যন্ত) দুবার আল্লাহর অমোঘ শাস্তিনীতির আওতায় পড়েছ, যে ধ্বংসলীলা প্রায় পুরো বিশ্বের মুসলমানদের নাড়িয়ে দিয়েছিল। মুসলিম উম্মাহর অস্থিত্ব ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল।

হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ এবং সপ্তম শতাব্দীর শুরুর দিকে উম্মাহ প্রথম যে বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছিল, তা ছিল উম্মাহর গাফলতি এবং আলস্যের ওপর এক প্রচন্ড কুদরতি বেত্রাঘাত, যে আঘাতে কেঁপে উঠত মুসলিমবিশ্ব। সেই বেত্রাঘাত ছিল হিংস্র মোঙ্গলদের ধ্বংসলীলা, যা মুসলিমবিশ্বকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিয়েছিল। একেবারে বিরান করে ছেড়েছিল সজীব প্রাণে মুখর প্রায় অর্ধেক মুসলিম জনপদ। সেই পাথরথাবায় হারিয়ে যায় মুসলমানদের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা তথা খিলাফতে আব্বাসিয়া।

ইসলামের ইতিহাসে দ্বিতীয় ভয়াবহ ও বেদনাদায়ক ঘটনা হচ্ছে মুসলিমবিশ্বের ওপর